গঠনতন্ত্র

ধারা- ০১ সংস্থার নাম (বাংলা): মেডিকেল অনকোলজী সোসাইটি ইন বাংলাদেশ
(ইংরেজী নাম): Medical Oncology Society in Bangladesh.
সংক্ষেপঃ এমওএসবি (MOSB).

ধারা- ০২: সংস্থার ঠিকানা:

কার্যালয়: ২/১২, ব্লক-বি, বাবর রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত ক্রমে সংস্থার কার্যালয় ঢাকা জেলার যে কোনো স্থানে স্থানান্তর করা যাবে। সংস্থার কার্যালয় স্থানান্তরতি হলে ০১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।

ধারা - ৩ : সংস্থার কার্য এলাকা:

ঢাকা জেলারা পরবর্তীতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের (সমাজসেবা অধিদপ্তর) অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাপী এ সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা যাবে।

ধারা - ৪ : সংস্থার ধরণ:

এ সংস্থা বাংলাদেশের ক্যান্সার মেডিসিন চিকিৎসায় নিয়োজিত মেডিকেল অনকোলজী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি বেসরকারী, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজকল্যাণমূলক, অলাভজনক এবং অরাজনতৈকি সংস্থা। একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বচ্ছোসেবী কর্ম উদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তররে লোকদের জন্য আর্থ-সামাজিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ক্যান্সার সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ধারা - ৫: সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ:

১. বাংলাদেশের মেডিকেল অনকোলজী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মধ্যে একতা, সহযোগিতা সংহতি এবং সহমর্মিতা মনোভাব সৃষ্টি করা এবং বজায় রাখা ।

২. মেডিকেল অনকোলজী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মর্যাদা ও সম্মান সমুন্নত রাখা, অধিকার ও সুবিধাসমূহ সংরক্ষণ ও বিকশিত করা ।

৩. মেডিকেল অনকোলজী ক্যান্সার চিকিৎসার প্রধান মাধ্যম-এর উৎকর্ষ সাধনে এমওএসবি র্সাবকি ভাবে কাজ করা।

৪. মেডিকেল অনকোলজী বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষিণের ব্যবস্থা করা।

৫. বাংলাদেশে ক্যান্সার চিকিৎসার উন্নতি সাধনে নিয়মিত গবেষণার জন্য মেডিকেল অনকোলজী চিকিৎসকদের সার্বিক সহযোগতিা করা।

৬. প্রতি বছর আর্ন্তজাতকি সম্মলেন এর আয়োজন করা যেখানে বাংলাদেশি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের সাথে বিদেশি ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের জ্ঞান, গবষেণা ও পারস্পরিক সর্ম্পক উন্নত করা।

৭. সরকারি মেডিকেল কলেজে এমডি মেডিকেল অনকোলজী র্কোস চালু করা।

৮. ক্যান্সার রোগ গবেষণা করার জন্য জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থার সাথে সাহায্য সহযোগিতা করা, সংযুক্ত হওয়া এবং ফেডারেশনে যোগদান করা।

৯. বাংলাদেশে স্বল্প ব্যয়ে ক্যান্সারের উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদান করা এবং এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।

১০. জনগণকে রোগ প্রতিরোধ এবং ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করা।

১১. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নরে জন্য সোসাইটির বিবেচনায় প্রয়োজনীয় এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষরে অনুমতিক্রমে পত্রিকা, সাময়িকী পুস্তকমুদ্রণ এবং প্রচারনার কাজ করা।

১২. দেশের ক্যান্সার চিকিৎসায় বিশেষ অবদানের জন্য বিশিষ্ট চিকিৎসকদের সম্মাননা প্রদান করা।

১৩. জাতীয় এবং আর্ন্তজাতকি ভাবে স্বীকৃত ক্যান্সার বিষয়ক যেকোন কর্মশালা, বিশ্ব ক্যান্সার দিবসসহ যে কোন জাতীয় কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা।

১৪. সোসাইটির কল্যাণমূলক প্রকল্পসমূহে অর্থায়নের লক্ষ্যে অনুদান, সাহায্য, সহায়তা ইত্যাদি আকারে দেশ ও বিদেশ উভয় পর্যায়ে তহবিল গঠন করা।

১৫. সোসাইটির উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সোসাইটি কর্তৃক আইনগতভাবে কোন 'ট্রাস্ট' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১৬. সোসাইটির প্রয়োজনে অথবা সুবিধার লক্ষ্যে যেকোনো স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়, লীজ নেয়া, অদল-বদল অথবা ভাড়ার মাধ্যমে অর্জন করা।

১৭. সরকারী ও বেসরকারী সকল সংস্থার সাথে উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে সম্পর্ক স্থাপন। গবেষণা, সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা, উন্নয়ন বিষয়ক সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম এর আয়োজন করা।

১৮. ক্যান্সার সচতেনতা, প্রতকিার ও প্রতরিোধে এমওএসবি জাতীয় র্কমসূচীর সাথে নজিস্ব র্কমসূচী পালন করা।

ধারা-০৬ : সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা ও নয়িমাবলী:

১. জন্ম ও বৈবাহিক সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে এবং যারা সংগঠনের গঠনতন্ত্র মেনে চলতে উৎসাহী ব্যক্তিগণ এই সংস্থার সদস্য হতে পারবেন।

২. মেডিকেল অনকোলজী বিষয়ে ডিগ্রীধারী বাংলাদেশি ডাক্তার । সংস্থার আদর্শ ও উদ্দেশ্যাবলীতে অনুগত হতে হবে।

৩. দেশের স্বনামধন্য সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মেডিকেল অনকোলজী বিভাগের সাবেক/ চলতি বভিাগীয় প্রধান।

৪. মেডিকেল অনকোলজী বিষয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী।

৫. এমওএসবি এর আর্দশ, লক্ষ্য, উদ্দশ্যেকে বিশ্বাস ও ধারণ করে এমন ডাক্তার।

৬. গঠনতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য মেনে নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করতে হবে। উক্ত আবেদনপত্র কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি কর্তৃক বাছাইয়ের পর কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হতে হবে। সদস্য পদ প্রাপ্তরি আবেদন কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করতে পারবে।

৭. যথারীতি বাছাইয়ের পর মনোনীত আবেদনকারীকে সদস্য ফি টাকা **৩,০০০/- (তিন হাজার টাকা)** মাত্র প্রদান করতে হবে। সকল সাধারন সদস্য প্রতি বৎসর **৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা)** হারে চাঁদা প্রদান করবেন। এ চাঁদা প্রতি বৎসর **১**লা জানুয়ারি অগ্রিম হিসাবে অথবা যে সকল চিকিৎসক বৎসরের অন্য কোনো সময় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হবেন তাঁরা সদস্য পদ অর্জনের সময় ইহা প্রদান করবেন।

ধারা - ০৭ সদস্য শ্রেণী বিন্যাস: ৬ (ছয়) ধরণের সদস্য থাকবে, যথা-

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ।
খ) আজীবন সদস্য।
গ) সাধারণ সদস্য।
ঘ) সম্মানিত সদস্য।
ঙ) সহযোগী সদস্য।
চ) দাতা সদস্য।

ধারা- ০৮ : সদস্য সংগ্রহ পদ্ধতি:

(ক) বিজ্ঞপ্তির মাধমে আবেদন পত্র আহবান করে।

(খ) সংস্থার নির্দিষ্ট আবেদন ফর্ম পূরণের মাধ্যমে।

ধারা- ০৯ : সদস্য পদ লাভ পদ্ধতি:

১. প্রতিষ্ঠাতা সদস্য :

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এমওএসবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারাই এই সংস্থার সম্মানতি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে গণ্য হবেন। সাধারণ সদস্যদের ন্যায় তারা মাসিক/বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করবেন। তাঁদের ভোটাধিকার এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা থাকবে। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদরে ক্ষেত্রে গঠনতন্ত্রের ধারা ৬. (১) সাংঘর্ষিক হবে না। এমওএসবি এর সাধারণ সদস্যদরে সবার সম্মতক্রিমে নিম্নে প্রতষ্ঠিাতা সদস্যদের নামরে তালকিাঃ

১। অধ্যাপক ডাঃ পারভনি শাহদিা আক্তার

২। অধ্যাপক ডাঃ আবুল আহসান দদিার

৩। অধ্যাপক ডাঃ নাজরনিা খাতুন

৪। অধ্যাপক ডাঃ ইয়াকুব আলী

২. আজীবন সদস্য:

কোনো সাধারণ সদস্য: নির্ধারিত ফর্মে আজীবন সদস্য পদের জন্য আবদেন করতে পারবনে। যথারীতি বাছাইয়ের পর র্কাযনর্বিাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে **২৫,০০০/- (পঁচশি হাজার টাকা)** প্রদান করলে তাকে আজীবন সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে। তিনি ভোটাধীকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধকিার লাভ করবেন। তাকে বার্ষিক চাঁদা প্রদান করতে হবে না।

৩. সাধারণ সদস্য:

গঠনতন্ত্রের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী ধারা-৬ (১) মোতাবকে যে কেউ নির্ধারিত ফর্মে সাধারণ সদস্য পদে আবদেন করতে পারবেন। যথারীতি বাছাইয়ের পর র্কাযনির্বাহী পরিষদ মনোনীত আবদেনকারীকে সদস্য ফি **৩০০০/-(তিন হাজার টাকা)** প্রদান পূর্বক সাধারণ সদস্য হতে পারবেন। সাধারণ সদস্যের ভোটের অধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, আজীবন সদস্যগণ সাধারণ সদস্য বলে গণ্য হবেন।

৪. সম্মানিত সদস্য:

দেশের বিশেষ কৃতত্বিরে অধকিারী জাতীয় ব্যক্তত্বি, বিদেশী মেডিকেল অনকোলজস্টি এই সংস্থার আর্দশকে বিশ্বাস করেন এমন ব্যক্তি কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনক্রমে সম্মানিত সদস্য হতে পারবেন। তাদের ভোটের অধকিার থাকবে না ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

৫. সহযোগী সদস্য:

এমওএসবি এর আর্দশ, উদ্দশ্যে ও লক্ষ্য বিশ্বাস করেন এবং এই সংস্থায় কাজ করতে চান এবং সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চান। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে কার্যনির্বাহী পরিষদ অনুমোদনক্রমে সদস্য হতে পারবনে। তাদের ভোটের ও নির্বাচনের অংশগ্রহনের করার ক্ষমতা থাকবে না।

৬. দাতা সদস্য:

যে কোন দেশী বা বিদেশী নাগরিক এককালিন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) বা তদুর্দ্ধে টাকা দান করে দাতা সদস্য পদ লাভ করতে পারবেন।

ধারা- ১০: সাধারণ সদস্যদের মাসিক চাঁদার হার ও পরিশোধ পদ্ধতি:

(ক) সাধারণ সদস্য এককালীন ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা এবং মাসে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা বৎসরে ৬০০০/ (ছয় হাজার) নির্ধারিত। তবে চাঁদা বা এককালীন এ হার কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে।

ধারা- ১১: সাহায্য/অনুদান গ্রহণ:

যে কোন দানশীল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সাহায্য সংস্থা ও সরকার এর আর্থিক অনুদান/সম্পদ গ্রহন করা যাবে।

ধারা- ১২: আর্থিক বছর গণনা:

সাধারণ ইংরেজী বর্ষের ০১ জুলাই হতে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত আর্থিক বছর গণনা করা হবে। তবে দাতা সংস্থার সাথে সমন্বয় করার সুবিধার্থে দাতা সংস্থার অনুসৃত আর্থিক বছর গণনা করা যাবে।

ধারা- ১৩ : সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো:

(ক) সাধারণ পরিষদ:

১. সংস্থার সকল সদস্যই সাধারণ পরিষদের সদস্য।

২. সংস্থার সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভাপতি।

(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ:

খ. ১. কার্যনির্বাহী পরিষদ সদস্য সংখ্যা হবে **২৩ (তেইশ)** জন এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক কার্যনির্বাহী পরিষদ ৩ (তিন) বছর মেয়াদের জন্য মনোনীত বা নির্বাচিত হবে।

খ. ২. কার্যনির্বাহী পরিষদের পদ বিন্যাস নিম্নরুপ:

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা
১	সভাপতি	০১ (এক) জন
২	সহ-সভাপতি	০৪ (চার) জন
৩	সাধারণ সম্পাদক	০১ (এক) জন
৪	যুগ্ম সম্পাদক	০২ (দুই) জন
৫	কোষাধ্যক্ষ	০১ (এক) জন
৬	সাংগঠনকি সম্পাদক	০১ (এক) জন
৭	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক	০১ (এক) জন
৮	আর্ন্তজাতিক সম্পাদক	০১ (এক) জন
৯	দপ্তর সম্পাদক	০১ (এক) জন
১০	সাংস্কৃতকি সম্পাদক	০১ (এক) জন
১১	প্রকাশনা সম্পাদক	০১ (এক) জন
১২	ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ক সম্পাদক	০১ (এক) জন
১৩	কার্যনির্বাহী সদস্য	০৭ (সাত) জন
	সর্বমোট	২৩ (তেইশ) জন

খ. ৩. কার্যনির্বাহী পরিষদ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

খ. ৪. কার্যনির্বাহী পরিষদের সভাপতি পদাধিকার বলে সংস্থার কার্যনির্বাহী প্রধান হিসাবে বিবেচিত হবেন।

খ. ৫. কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল হবে দায়িত্ব গ্রহনের পর থেকে ০৩ (তিন) বৎসর। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে

নির্বাহী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব না হলে সেক্ষেত্রে সাধারণ সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী পরিষদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে।

গ. উপদেষ্টা পরিষদ:

(ক) সংস্থার সঠিক ও সু-শৃঙ্খলভাবে পরিচালনার সহায়তার জন্য সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপদেষ্টাগণের সমন্বয়ে ২ (দুই) বছর মেয়দের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। উপদেষ্টাদের মধ্য হতে পদ মর্যাদার ব্যক্তিগণ বা দেশ বরেন্য জাতীয় ব্যক্তিত্য **বিশিষ্ট সমাজকর্মী**, সোসাইটির শুভাকাঙ্খীর সমন্বয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে। উপদেষ্টা পরিষদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহনের অধকিার থাকবে না।

(খ) সংস্থার কোন প্রকল্প/কর্মসূচী সাফল্য জনকভাবে বাস্তবায়নে প্রয়োজনে সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত সময়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিষেশজ্ঞ ও পারদর্শী দেশী/বিদেশী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ০৫ বা ০৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারবে।

ধারা- ১৪ : কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাচন পদ্ধতি:

১. সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ভোটের মাধ্যমে অথবা ত্রি-বার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাহী পরিষদ গঠন করা যাবে। সংস্থার কমিটি গঠনের পূর্বে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে।

২. নির্বাহী পরিষদের মেয়াদকাল শেষ হওয়ার ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিন পূর্বে সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত ক্রমে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন গঠন করা হবে। এদের মধ্যে একজন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং অপর দুইজন সহকারী নির্বাচন কমিশনার থাকবেন।

৩. নির্বাহী পরিষদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবেন না অথবা উপদেষ্টা পরিষদ অথবা সংস্থার সদস্য নন এমন গণ্যমান্য ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের সদস্য হতে পারবেন।

৪. নির্বাচন কমিশন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবেন এবং নির্বাচনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

৫. দুই বা ততোধিক প্রার্থী নির্বাচনে সমান সংখ্যক ভোট পেলে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল চুড়ান্ত করা হবে।

৬. এক ব্যক্তি মোট ১টি ভোটের অধিকারী হবেন এবং একটি পদে একটি ভোট প্রদান করবেন। কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট প্রদান করা যাবে না।

৭. নির্বাচন বিষয়ে কমিশন কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। নির্বাচনের পর নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ফলাফল ঘোষণা করতে হবে এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর নির্বাচন কমিশন বিলুপ্ত হবে।

৮. সর্বশেষ অনুমোদিত কমিটির মেয়াদ বৃদ্ধিকরণঃ অনিবার্য কারণ বশতঃ নির্বাচিত ও নিবন্ধন কর্তৃপক্ষকর্তৃক অনুমোদিত কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদে সংস্থার নির্বাচন অনুষ্ঠানে ব্যর্থ হলে নির্বাচিত কমিটি সাধারণ পরিষদের মোট সদস্যের নূন্যতম ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) সদস্যের সমর্থনে ও অনুমোদনে শুধুমাত্র নির্বাচনের জন্য নির্বাচিত কমিটির মেয়াদ ০৩ (তিন) মাস বৃদ্ধি করে বর্ধিত কালীন সময়ের মধ্যে নির্বাচন সম্পন্ন করতে পারবেন। তবে এ সময় বৃদ্ধি ০১ (এক) বারের বেশী হবে না।

৯. অন্তবর্তীকালীন কমিটি ও নির্বাচিত কমিটির নির্ধারিত মেয়াদ ও বর্ধিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর কার্যনির্বাহী কমিটির বৈধতা না থাকায় কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণকালীন সময় সংস্থার কমিটি গঠনের নির্বাচনের জন্য সংস্থার পূর্ববর্তী / সাবেক সভাপতি/ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি/প্রতিষ্ঠাতা সদস্য কর্তৃক আহুত সাধারণ সভায় ০৩ থেকে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট অন্তবর্তীকালীন কমিটি গঠন করে সংস্থার নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করবেন।

১০. এ কমিটি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সংস্থার চলমান কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

১১. সংস্থার নিয়মিত চুড়ান্ত বৈধ সাধারণ সদস্য তালিকা নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশনকে হস্তান্তর করবেন।

১২. নির্বাচনের পর অবর্তীকালীন কমিটি বিলুপ্তি ঘোষিত হবে।

১৩. বর্তমান নির্বাহী পরিষদ নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদের নিকট ১০ (দশ) দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।
১৪. নবনির্বাচিত নির্বাহী পরিষদ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে অনুমোদনের জন্য ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দাখিল করতে হবে এবং নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

ধারা- ১৫ : কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হবার যোগ্যতা ও পদ্ধতি:

সংস্থার চাঁদা ও অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধকৃত সংস্থার সাধারণ পরিষদের যে কোন সদস্য কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য।

ধারা-১৬ : সদস্য পদ হতে ইস্তফাদান পদ্ধতি:

সংস্থার সভাপতি বরাবর লিখিত আবেদন করার পর কার্যকার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হলে ইস্তফা কার্যকর হবে।

ধারা- ১৭ : সদস্যপদ শূন্য /বাতিল ঘোষণা পদ্ধতি:

(ক) সদস্যপদ শুণ্য ঘোষণা:

১. কোন সদস্য ইস্তফা দিলে বা পদত্যাগ করলে ।
২. কোন সদস্যের মৃত্যু হলে।
৩. কোন সদস্যের মস্তিষ্ক বিকৃতি বা পাগল হলে।

(খ) সদস্যপদ বাতিল:

নিম্নোক্ত কারণে কার্যনির্বাহী কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থনে সাধারণ সদস্যপদ বা কার্যনির্বাহী সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।

১. বার্ষিক চাঁদা ০১ (এক) বছর বকেয়া থাকলে।
২. কোন সদস্য পর পর ০৩ (তিন) টি সভায় অনুপস্থিত থাকলে। তবে কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমতিক্রমে বিদেশে বা দূরে থাকার কারণে অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হবে না।
৩. কোন সদস্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহনে ব্যর্থ হলে।
৪. সন্দেহাতীতভাবে সমাজ বিরোধী, রাষ্ট্রদ্রোহী, মাদক ক্রয়-বিক্রয় কর্মকান্ডে লিপ্ত ও মাদক সেবন প্রমানিত হলে।
৫. আদালতকৃত দন্ড প্রাপ্ত হলে।
৬. সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোন কর্মকান্ডে জড়িত আছেন প্রমানিত হলে।
৭. সংস্থার অর্থ/সম্পদ আত্মসাৎ, তছরুপ, ব্যাক্তি স্বার্থে ব্যবহার এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করলে।
৮. অর্পিত দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ন অসমর্থ বা বার বার ব্যর্থ হলে।
৯. সরকার কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হলে।
১০. সংস্থার কোন অনুরোধ/আদেশ/নির্দেশ অমান্য করলে।

ধারা- ১৮ : শূণ্য/বাতিল পদ পূরণ পদ্ধতি:

(ক) পদ শূণ্য হবার ০১ (এক) মাসের মধ্যে কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগনের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে শূণ্য পদ পূরণ করা যাবে।

(খ) ১৭ নং ধারার খ উপ-ধারায় ০১-০৩ নং ধারায় উল্লেখিত কারণে সদস্যপদ শুণ্য হলে বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করে গ্রহনযোগ্য কারণ উল্লেখ পূর্বক অঙ্গিকারসহ আবেদন করলে কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদনে সদস্যপদ পূনর্বহাল করা যাবে।

ধারা- ১৯ : সভা আহবান পদ্ধতি:

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা আহবানের নূন্যতম ০৩ (তিন) দিন এবং সাধারণ পরিষদের সভা আহবানে নূন্যতম ০৭ (সাত) দিন পূর্বে নোটিশ দিতে হবে।

(খ) জরুরী ক্ষেত্রে ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা নোটিশে সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করা যাবে।

(গ) সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করবেন। সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সভা আহবান করতে ব্যর্থ হলে সাধারণ পরিষদ/কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যে কোন সদস্য সভা আহবান করতে পারবে।

(ঘ) প্রতি মাসে নূন্যতম ০১ (এক) বার কার্যনির্বাহী কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঙ) বছরে নূন্যতম ০১ (এক) বার সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা- ২০: সভার কোরাম ও সভা পরিচালনা:

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের বা তার অধিক।

(খ) সাধারণ পরিষদের ক্ষেত্রে মোট সদস্যের অর্ধেক বা তার অধিক।

(গ) সংস্থার সভাপতি যে কোন সভায় সভাপতিত্ব করবেন বা সভা পরিচালনা করবেন। সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি, সহ-সভাপতিগনের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্য।

ধারা- ২১ : শপথ গ্রহণ পদ্ধতি:

(ক) সাধারণ সদস্যপদ অনুমোদন/পূনর্বহাল লাভের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রত্যেক সদস্যকে সভাপতির নিকট শপথ গ্রহণ করতে হবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগনকে দায়ীত্ব গ্রহনের ০৩ (তিন) দিন পূর্বে কার্যনির্বাহী কমিটি/এডহক কমিটির নিকট শপথ গ্রহন করতে হবে।

(গ) শপথ বানী:

আমি.....পিতা.....। পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহকে স্বাক্ষী রেখে শপথ করিতেছি যে, আমি গঠন তন্ত্রের সকল বিধি বিধানাবলী সর্বদা মেনে চলব এবং আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততার সাথে পালন করব। সংস্থার সার্বিক কল্যাণ ও উন্নতির জন্য আত্মনিয়োগ করব। আমার দ্বারা কখনো সংস্থার কোন ক্ষতি বা পরিপন্থি কোন ক্রিয়া সংগঠিত হবে না। সংস্থার স্বার্থ ও উন্নতির কাজে আমি সদা সর্বদা নিয়োজিত থাকব। আমিন ।

তারিখ :

শপথ গ্রহনকারী সদস্যের পূর্ণ স্বাক্ষর

ধারা- ২২ : সদস্যদের:

(ক) সাধারণ সদস্যের অধিকার:

১. কার্যনির্বাহী কমিটি নির্বাচনে ভোটদান, নির্বাচনে অংশ গ্রহন ও প্রতিদ্বন্দ্বীতা করা।

২. সাধারণ পরিষদের সভায় যোগদান করা।

৩. সভায় স্বাধীন মতামত প্রতাশ করা এবং সংস্থার হিসাব নিকাশ জানা।

৪. বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে সভা আহবান করা।

৫. প্রয়োজনে সাধারণ সদস্যের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থনে কার্যনির্বাহী কমিটি ভেঙ্গে দেয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গঠিত এডহক কমিটি কার্যনির্বাহী কমিটির দায়ীত্ব পালন করবে।

৬. সংস্থার সকল সম্পদের উপর অধিকার কায়েম থাকবে।

(খ) সাধারণ সদস্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

১. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা।

২. কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতি আস্থা রাখা।

৩. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক ধার্য্যকৃত চাঁদা/অনুদান পরিশোধ করা।

৪. সংস্থার উন্নয়ন কর্মকান্ডে পরামর্শ প্রদান, সহযোগিতা ও তদারকি করা।

৫. সংস্থাকে একটি গণমূখ্য সংগঠন রূপে পরিণত করে তোলার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্ঠা করা

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যের অধিকার:

১. কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগন সভায় তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবে।

২. কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যগনের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩. কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যগনের অনুমোদন ব্যতিত কোন সাধারণ সদস্য গ্রহন করা যাবে না।

৪. কার্যনির্বাহী কমিটি সদস্যগন চাঁদা ধার্য্য, আদায় এবং সংস্থার প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করতে পারবে।

৫. কার্যনির্বাহী কমিটি সংস্থার স্বার্থে কর্মসূচী গ্রহণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

৬. কার্যনির্বাহী কমিটি সাধারণ সভায় সংস্থার বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব এবং বাজেট ঘোষণা করবে।

৭. কার্যনির্বাহী কমিটি সংস্থার স্বার্থে নির্বাচিত উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যদের নিকট থেকে উপদেশ, মতামত, বুদ্ধি ও পরামর্শ নিতে পারবে।

৮. কার্যনির্বাহী কমিটি সকল কাজের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

৯. সংস্থার স্বার্থ বিবেচনায় যে কোন ধরনের সম্পদ ক্রয় বিক্রয় বা আদান প্রদান করে অর্থ অর্জন বা ব্যয় করতে পারবে। প্রয়োজন বিবেচনা করে ঋণ প্রদান/গ্রহন করতে পারবে।

(ঘ) দাতা সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

সংস্থার সঠিক ও সু-শৃঙ্খলভাবে পরিচালনার সহায়তার জন্য পরামর্শ প্রদান করবেন। সংগঠনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তাসহ কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করবেন। তবে কার্যনির্বাহী পরিষদের প্রার্থী অথবা নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন না।

(ঙ) সভাপতি:

১. সভাপতি সংস্থার নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। সাধারণ-সম্পাদককে সংস্থার সভা আহবানের পরামর্শ প্রদান করা এবং সংস্থার যে কোন সভায় সভাপতিত্ব করা।

২. বিশেষ প্রয়োজনে সংস্থার সভা আহবান করা ।

৩. সংস্থার নীতিমালা নির্ধারণ ও পরিচালনার নিয়মাবলী নির্ধারণ করা ।

৪. সংস্থার সকল কার্যক্রম তদারক ও মূল্যায়ন করা ।

৫. সকল কর্মসূচী সফল বাস্তবায়নে পরামর্শ, নির্দেশনা ও সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

৬. প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা বিষয়ক সকল বিরোধ নিষ্পত্তি করা ।

৭. গঠনতন্ত্র অনুমোদন, সংশোধন, সংযোজন ইত্যাদি পাশ করা এবং সভায় কার্যবিবরনী/সিদ্ধান্ত অনুমোদন স্বাক্ষর করা ।

৮. পরিকল্পনা, কর্মসূচী, বাজেট, ইত্যাদিতে প্রতিস্বাক্ষর করা ।

৯. সংস্থার ভাবমুর্তি রক্ষার্থে সর্বদা তৎপর থাকা।

১০. সভাপতি সকল কাজের জন্য সাধারণ পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(চ) সহ-সভাপতি:

১. সভাপতির অবর্তমানে শুধুমাত্র সভাপতি কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, তা তিনি সভাপতির উপস্থিতিকালে অনুমোদন করিয়ে বাস্তবায়নের জন্য সাধারণ সম্পাদকের কাছে প্রেরন করবেন।

২. সভাপতির পদ শুণ্য হলে, পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সহ-সভাপতি সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। সহ-সভাপতি অনুপস্থিতিতে ধারাবাহিকতায় সহ-সভাপতি ২ দায়িত্ব পালন করবেন।

৩. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করা।

(ছ) সাধারণ সম্পাদক:

১. সাধারণ সম্পাদক সংস্থার কার্যকরী অবৈতনিক নির্বাহী প্রধান।

২. সভাপতির পরামর্শক্রমে সংস্থার যে কোন সভা আহবান করা।

৩. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে দাতা সংস্থা বা অন্যান্য সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় চুক্তি স্বাক্ষর করা।

৪. সংস্থার সকল কর্মসূচী পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করা।

৫. সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির সম্পাদক, সদস্য, নিযোগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মিদের কাজে উৎসাহ, বাজেট প্রনয়ন, সহযোগিতা, পরামর্শ প্রদান ও কাজের তদারকি করা।

৬. সংস্থার বিল, ভাউচার ইত্যাদি, ক্যাশ বহি, লেজার বহি ও চিঠি-পত্রে স্বাক্ষর করা।

৭. সংস্থার সংবিধান ও নথিপত্র সংরক্ষণ এবং সম্পদ রক্ষণা বেক্ষন করা ।

৮. সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভায় আর্থিক ও কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বাজেট পেশ করা ।

৯. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে সংস্থার উন্নতি ও জন কল্যাণে যে কোন কর্মসূচী ও পরিকল্পনা গ্রহন করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দেশী/বিদেশী কর্মকর্তা/কর্মী নিয়োগ করা।

১০. সরকারী ও বেসরকারী দাতা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা।

১১. বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নে সমন্বয় সাধন করা ।

১২. সভাপতির কাজে সহযোগিতা করা ।

১৩. সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে সংস্থার পক্ষে যে কোন সম্মেলন ও ফোরামে প্রতিনিধিত্ব এবং ভোট দান করা।

১৪. ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করা ও চেকে স্বাক্ষর করা।

১৫. কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে সংস্থার তহবিল থেকে মাসিক বেতন/ভাতা/সম্মানী গ্রহন করা।

১৬. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত এবং কর্ম বিবরনী অনুযায়ী অন্যান্য দায়ীত্ব পালন করা।

১৭. সংস্থার সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহনে মতামত প্রদান করা ।

১৮. সাধারণ সম্পাদক তার সকল কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবে ও সভাপতির নিকট জবাব দিহি করতে বাধ্য থাকবে।

(জ) যুগ্ম সম্পাদক:

১. সাধারণ সম্পাদকের অবর্তমানে শুধুমাত্র সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অর্পিত সকল দায়িত্ব পালন করবেন। কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে, তা তিনি সভাপতির উপস্থিতিকালে অনুমোদন করিয়ে বাস্তবায়ন করবেন।

২. সাধারণ সম্পাদকের পদ শুণ্য হলে, পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করা। সহ সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে ধারাবাহিকতায় সহ সাধারণ সম্পাদকের ২ (দুই) দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঝ) কোষাধ্যক্ষ:

১. প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার অর্থ, চাঁদা, দান ও অনুদান রসিদ বহির মাধ্যমে গ্রহন করা।

২. গ্রহন করা টাকা সংস্থার ব্যাংক হিসাব জমা প্রদান করে সভাপতি/সাধারণ সম্পাককে অবহিত করা ।

৩. বিল, জমা-খরচের বাউচার, ক্যাশ বহি, লেজার বহি লিপিবদ্ধ ইত্যাদিতে স্বাক্ষর, রক্ষনাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ করা

৪. সংগঠনের বাজেট প্রনয়নে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা ।

৫. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় খরচের বিল ও ভাউচার উপস্থাপন করা ।

৬. আর্থিক প্রতিবেদন, বার্ষিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন ও বাজেট বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপন করা ।

৭. অডিট ও নিরীক্ষা করানোর কাজে সহযোগীতা করা ।

৮. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা ।

৯. সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাজে সহযোগিতা করা ।

১০. কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় মতামত ব্যক্ত করা ।

১১. অর্থ-বিষয়ক সম্পাদক সকল কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবে।

(ঞ) সাংগঠনিক সম্পাদক:

১. সাংগঠনিক সম্পাদক সংস্থার প্রধান সংগঠক হিসাবে বিবেচিত হবে।

২. সংগঠনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও আদর্শ অবহিত করণ পূর্বক সদস্যবৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রধান ভূমিকা পালন করা।

৩. সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্য নির্বাহী কমিটির সম্পাদক বৃন্দ ও সদস্যগণকে উদ্বুদ্ধ করে সংগঠনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার দায়ীত্ব পালন করা।

৪. সংগঠনের সকল সদস্যকে ঐক্যবদ্ধ করে সকলের সাথে সমন্বয় পূর্বক কর্মসূচী গ্রহন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করা।

৫. সংগঠনের কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিলে এর কারণ নিরুপন করে তা দূরীকরনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের

সাথে আলোচনা পূর্বক করনীয় নির্ধারণ করা ।

৬. সংগঠনের কোন সদস্য সংগঠনের কাজে নিস্ক্রীয় হলে বা তার কার্যক্রম সংগঠনের পরিপন্থি হলে তাকে সংশোধন করার ব্যবস্থা করা বা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের পদক্ষেপ নেওয়া।

৭. সংগঠনের শৃঙ্খলা বজায় রেখে সংগঠনের প্রসারতার জন্য প্রধান ভূমিকা পালন করা।

(ট) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদকঃ

১. সংস্থার তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে অগ্রনি ভূমিকা পালন করা।

২. চিকিৎসা শাস্ত্রে বিজ্ঞানের নতুন আবিস্কার বিষয়ে অনকোলজী সকল সদস্যদের অবহিত করবেন।

৩. নির্বাহী কমিটির অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব সম্পাদন করা।

৪. বিজ্ঞান বিষয়ক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সদস্য সচিব দায়িত্ব পালন করা।

(ঠ) আন্তর্জাতিক সম্পাদক:

কার্যকরী সংসদের অনুমতিক্রমে সংগঠনের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বিষয়ক বিভিন্ন সংগঠনের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব এবং তার কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন।

(ড) দপ্তর সম্পাদক:

১. সাধারণ সম্পাদকের অনুমোদন সাপেক্ষে সংগঠনের যাবতীয় জিনিসপত্র দেখাশোনা ও সংরক্ষণ করা এবং দাপ্তরিক সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করা।

২. নির্বাহী কমিটির অন্যান দায়িত্ব পালন করা।

৩. সংস্থার সকল অদিস নথি চিঠি পত্র আদান প্রদান করা।

(ঢ) সাংস্কৃতকি সম্পাদক:

সভাপতির সম্মতিক্রমে সংগঠন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি ও বার্ষিক পিকনিক বাস্ববায়ন করবেন।

(ণ) প্রকাশনা সম্পাদক:

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের অনুমতিক্রমে সাহিত্য সাময়িকী, সদস্য তালিকা বই প্রকাশ, ম্যাগাজিন, সাময়িকী, পোস্টার, দেয়ালিকা ইত্যাদি প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করা।

(ত) ক্যান্সার প্রতিরোধ বিষয়ক সম্পাদক:

১. ক্যান্সার প্রতিরোধে মেডিকেল অনকোলজীর কর্ম সূচী বাস্তবায়ন করা।

২. ক্যান্সার আক্রান্ত রোগী ও তাঁর পরিবারকে ক্যান্সার প্রতিরোধে সচেতন করা।

৩. ক্যান্সার সচেতনতা মূলক সভা সেমিনার আয়োজন করা।

(থ) কার্যনির্বাহী সদস্য:

১. কার্যনির্বাহী সদস্যগণ সভা উপস্থিত থাকবেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে মতামত প্রদান করবেন।

২. কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন।

৩. নিবাহী সদস্যগণ সংস্থার কার্যক্রম বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত মতামত দিবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতি/ অবর্তমানে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে কোনো প্রকল্প কর্মসূচি বাস্তবায়নে বা অভ্যন্তরীন অডিট কমিটি/ উপ-কমিটি গঠন করা হলে নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে নির্বাহী পরিষদের সদস্য, কমিটি/ উপ-কমিটির চেয়ারম্যান/সদস্য হবেন।

ধারা- ২৩: উপদেষ্টা পরিষদ:

ক. প্রধান উপদেষ্টা সহ সকল উপদেষ্টাগন সংস্থার যে কোন সভায় প্রধান অতিথি বা বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহনে মতামত, উপদেশ ও পরামর্শ প্রদান করা।

খ. উপদেষ্টাগনের মতামত, উপদেশ ও পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে।

গ. সংস্থার সার্বিক উন্নয়ন তথা মঙ্গলের জন্য পরিকল্পনা প্রনয়ন, কৌশল নির্ধারন, প্রকল্প গ্রহনে ও সঠিকভাবে বাস্তবায়নে উপদেশ, পরামর্শ এবং সহযোগিতা করা।

ঘ. সংস্থার কর্মসূচী মনিটরিং, নিরীক্ষন ও মূল্যায়ন করা।

ঙ. নিদির্ষ্ট সময়ের জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটি সদস্যগন কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত বেতন / ভাতা/ সম্মানী গ্রহন করতে পারবে বা সেচ্ছা সেবী হিসাবেও দায়িত্ব পালন করতে পারবে।

চ. সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য উপদেষ্টা কমিটির সদস্যগনের মধ্য থেকে কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে।

ছ. উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এডহক কমিটির সদস্য হতে পারবে।

১. উপদেষ্টা কমিটি তাদের সকলে কাজের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট দায়ী থাকবেন।

২. সংস্থায় কোন মতানৈক্য, বিরোধ ও অচল অবস্থা দেখা দিলে প্রধান উপদেষ্টা কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করে মতানৈক্য ও বিরোধ নিরসন করবেন।

ধারা- ২৪: উপদেষ্টা কমিটি সদস্যপদ বাতিল ও শুণ্যপদ পূরণ পদ্ধতি:

(ক) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় লিখিত পদত্যাগপত্র দাখিল করার পর অনুমোদিত হলে তার পদ শূন্য হবে।

(খ) কমিটির মেয়াদ শেষ হলে পদ শুণ্য হবে।

(গ) সংস্থার বিরোধী বা পরিপন্থি কোন কার্যকলাপে এবং দেশ ও সমাজ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত থাকার প্রমান সাপেক্ষে কার্যনির্বাহী কমিটি উপদেষ্টা কমিটি সংশ্লিষ্ট সদস্যকে বাতিল করতে পারবে।

(ঘ) সরকারী চিকিৎসক কর্তৃক পাগল ঘোষিত হলে এবং আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হলে পদ শূন্য হবে।

ধারা- ২৫: সংস্থার শাখা:

নিবন্ধীকরণ কতৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সংস্থার শাখা অফিস খোলা যাবে।

(ক) শাখা পরিষদ গঠন ও কাঠামো: সংস্থার গঠনতন্ত্র অনুযায়ী যে এলাকায় শাখা খোলা হবে সে এলাকা হতে সদস্য নিয়ে শাখা সাধারণ পরিষদ গঠন করা যাবে। উক্ত শাখায় ১ জন সভাপতি, ১ জন সাধারণ সম্পাদক, ১ জন কোষাধ্যক্ষ ও ২ জন সদস্য নিয়ে ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা যাবে। শাখা পরিষদ কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং নিয়ন্ত্রিত হবে ।

(খ) শাখা সমূহের দ্বায়িত্ব, কর্তব্য ও সুবিধা: সাধারণ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কতৃক গৃহিত কর্মসূচী শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদ বাস্তবায়ন করবে। শাখা কার্যনির্বাহী পরিষদ সকল কাজের জন্য শাখা সাধারণ পরিষদ ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(গ) শাখা সমূহের কার্যক্রম স্থগিত: কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন সময় শাখা কার্যক্রম স্থগিত করা যাবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রন পদ্ধতি: শাখা সমূহের জন্য কেন্দ্রিয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কর্মসূচী কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক বরাদ্দকৃত বাজেট অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।

(ঙ) শাখা পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রিয় সাধারণ পরিষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।

ধারা- ২৬: তহবিল/সম্পদ সংগ্রহনীতি, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

(ক) তহবিল/সম্পদ সংগ্রহনীতি:

১. সদস্য থেকে চাঁদা ও অনুদান গ্রহন।

২. দেশী/বিদেশী ব্যক্তি/সংস্থার সাহায্য ও অনুদান গ্রহন।

৩. সরকারী সাহায্য/অনুদান গ্রহন।

৪. সরকারী স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পদ লীজ/বরাদ্দ গ্রহন।

(খ) অর্থ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি:

১. কার্যনির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক যে কোন তফশীলি ব্যাংকে সংস্থার নামে হিসাব খুলে সংস্থার অর্থ তহবিল জমা রাখা।

২. সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে।

৩. সংস্থার জরুরী ব্যয় নির্বাহের জন্য কোষাধ্যক্ষের হাতে নগদ সর্বোচ্চ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা রাখা যাবে।

৪. সংস্থার প্রয়োজনে ব্যাংক হিসাব হতে উত্তোলিত যে কোন পরিমান নগদ অর্থ সংস্থার সাংগঠনিক কাজে ব্যয় না হওয়া পর্যন্ত এবং কোন উৎস হতে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ব্যাংক হিসাবে না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অর্থ কোষাধ্যক্ষ জমা হিসাব রক্ষকের দায় দায়িত্ব রক্ষিত থাকবে।

৫. সকল প্রকার চাঁদা/অনুদান অবশ্যই সংস্থার রসিদ মূলে অর্থ সম্পাদকের স্বাক্ষরে গ্রহন করা হবে।

৬. প্রাপ্ত তহবিল ক্যাশ বহিতে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৭. সংস্থার প্রয়োজন ভাউচার মূলে তহবিল খরচ করা যাবে। খরচের ভাউচার কার্যনির্বাহী কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদিত হতে হবে।

৮. সমূদয় খরচ ভাউচার ক্যাশ বহিতে এবং লেজার বহিতে লিপিবদ্ধ করেতে হবে।

৯. কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত/অনুমোদিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা মেনুয়াল ও ক্যাশ ফ্লো প্রজেকশন অনুসরন করতে হবে।

ধারা- ২৭ : কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি:

কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে

(ক) পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহন করা।

(খ) দাতা সংস্থার অন্যান্য সংস্থার সাথে চুক্তি সম্পাদন করা।

গ) কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়নে করা।

ধারা- ২৮ : নিরীক্ষণ পদ্ধতি:

(ক) প্রতি বছরের জুলাই মাসে পূর্ববর্তী অর্থ বছরের সকল কার্যক্রমের নিরীক্ষণ কার্য সম্পন্ন করা হবে।

(খ) সংস্থার অভ্যন্তরীন নিরীক্ষণ বিভাগ, সরকারী, সরকার অনুমোদিত অডিট ফার্ম, বানিজ্যিক বা দাতা সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত নিরীক্ষণ টিম নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করবে। এ ছাড়াও নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কর্মকর্তাগণ নিরীক্ষা কার্য সম্পন্ন করতে পারবেন।

ধারা- ২৯ : কর্মসূচী পরিচালনা নীতিমালা:

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চাকুরী নির্দিষ্ট করন নিতীমালা অনুসরনে কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োগ করা।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত ও অনুমোদিত চাকুরী বিধিমালা অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মী নিয়ন্ত্রণ হবে।

(গ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত কর্ম বিবরণী অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীগন দায়িত্ব পালন করবে।

ধারা - ৩০ : সাব-কমিটি গঠন:

(ক) কার্যনির্বাহী কমিটি সংস্থার বিশেষ কোন কাজ সম্পাদনের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে আহবায়ক করে ০৩ (তিন) বা ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট সাব কমিটি গঠন পূর্বক কাজ সম্পন্ন করতে পারবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত/পরামর্শ অনুযায়ী সাব-কমিটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করবে।

(গ) কাজ সম্পাদনের পরপরই সাব-কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে তবে খরচের ভাউচার সমূহ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত সাব-কমিটি কার্যনির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

ধারা- ৩১ : সংস্থার উন্নয়ন ও স্থায়ী সম্পদ পদ্ধতি:

কার্যনির্বাহী কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে।

(ক) ব্যাংকে মেয়াদী আমানত করে।

(খ) সঞ্চয় পত্র ক্রয় করে।

(গ) আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহন করে।

(ঘ) জমি ক্রয় করা।

(ঙ) সংগঠনের নামে জমি ক্রয় করে লভ্যাংশের সর্বনিম্ন ২% হারে জমা দিয়ে আয় করা যাবে।

(চ) সদস্য হতে তহবিল গঠন করে সংগঠনের নামে জমি ক্রয় করে আবাসস্থল গড়ে তুলতে পারবে।

ধারা- ৩২ : সংস্থার সভাপতির বিশেষ সুবিধা সমূহ:

কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সংস্থার আর্থিক ও বৈষয়িক ক্রম বৃদ্ধি, অগ্রগতি ও বিস্তৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে নিম্ন বর্ণিত বিশেষ সুবিধা গ্রহন করতে পারবে।

(ক) সংস্থার কাজে যাতায়াত বাবদ প্রথম শ্রেনির ভ্রমন ভাতা।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী ভাতা।

(গ) সংস্থার ব্যয়ে সংস্থার গাড়ী টেলিফোন ব্যবহার।

(ঘ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সুবিধাদি।

ধারা- ৩৩ : গঠনতন্ত্র সংশোধন পদ্ধতি:

(ক) সংস্থার স্বার্থে বা গঠনতন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনে সংস্থার যে কোন সদস্য এ গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা বা উপ-ধারা বাতিল, স্থগিত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, ও সংশোধনী প্রস্তাব কার্যনির্বাহী পরিষদে দাখিল করতে পারবে।

(খ) কার্যনির্বাহী কমিটি কর্তৃক এ ধরনের প্রস্তাব অনুমোদন লাভ করলে উহার সংস্থার সাধারণ পরিষদের সভায় উথাপন করা হবে।

(গ) সাধারণ কমিটি সভায় দুই তৃতীয়াংশ সমর্থনে গঠনতন্ত্রের ধারা বা উপ-ধারা বাতিল, স্থগিত, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও সংযোজন করা যাবে।

ধারা- ৩৪ : সংস্থার বিলুপ্তি:

কোন অনাকাংখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যদি সংস্থার বিলুপ্তি ঘটে তবে সে ক্ষেত্রে সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক সংস্থার সাধারণ সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে সংস্থার যাবতীয় স্থাবর, অস্থাবর এবং অর্থ সম্পদ স্থানীয় কল্যাণ বিভাগে জমা দিতে বাধ্য থাকিবে।

ধারা- ৩৫ : বিবিধ:

(ক) সংস্থার থেকে কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বা বহিষ্কৃত হলে তার কর্তৃক দেয়া কোন অর্থ বা সম্পদ সে দাবি করতে পারবে না।

(খ) এ গঠনতন্ত্রে ৩৫ (পয়ত্রিশ) টি ধারার ২৩২ টি উপধারা আছে।

সমাপ্ত